দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB 24 2000 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

19

'অবদানের স্বীকৃতি মেলেনি' : জার্মান একাডেমির বিরুদ্ধে বাংলাদেশী অধ্যাপকের অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ত্রিনিদাদ-এর প্রাক্তন অধ্যাপক আবদুল লতিফ ভূঞা গতকাল বুধবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছেন, ১৯৭৮ সালে বৃত্তাকার ও 'শংখিল রেখার' (সার্কুলার এন্ড স্পাইরাল কার্ভস) সাহায্যে তিনি ফারমেটের শেষ উপপাদ্যটির সমাধান দিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে ভিন্ন পদ্ধতিতে আরো একটি সমাধান তিনি নির্ণয় করেন। কিন্তু জার্মানির 'একাডেমি ডার উইশেনসেফটেন' তার দাবি অগ্রাহ্য করে ১৯৯৭ সালে অ্যান্ড্রু উইলসন নামের জনৈক গণিতবিদের তার ভাষায় 'ভুল' সমাধানকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি জানান, ফরাসি গণিতবিদ পিয়েরে ডি ফারমেট ১৬৩৬ সালে একটি সমাধানহীন উপপাদ্য রেখে যান, যা 'ফারমেটের শেষ উপপাদ্য' হিসেবে পরিচিত। উপপাদ্যটি হচ্ছে, 'একটি তৃতীয় খাতকে দুটি তৃতীয় খাতে বা একটি চতুর্থ খাতকে দুটি চতুর্থ খাতে বা সাধারণভাবে দ্বিতীয় খাতের বড় যে কোন খাতকে দুটি একই মানের খাতে পৃথক করা অসম্ভব।' উপপাদ্যটির সমাধানে গণিতবিদদের অব্যাহত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ১৯০৮ সালে জার্মান গণিতবিদ হাল ওলফস্কেল ঘোষণা করেন, এর সমাধান দিতে পারলে সংশ্লিষ্ট গণিতবিদকে ১ লাখ ডয়েস মার্ক দেয়া হবে। এ পুরস্কার সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব জার্মানির উক্ত একাডেমিকে দেয়া হয়।

অধ্যাপক ভূঞা বলেন, একাডেমির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সমাধানটিতে ডিম্বাকৃতি রেখা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ফারমেটের ওই উপপাদ্যে ডিম্বাকৃতি রেখা ব্যবহৃত হতে পারে না। বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বকে দমন করার উদ্দেশ্যে মার্কিন ও জার্মান বিজ্ঞানীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

রসায়নের শিক্ষক অধ্যাপক ভূঞা ১৯৬৯ সালে গবেষণার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে যান। এর আগে তিনি কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।